শুক্রবার, ৭ বৈশাখ, ১৪২৪
বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ২৬৬

সরাসরি বিদেশি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সায় রাজ্যগুলিকে, নির্দেশিকাকে সাধুবাদ

এতদিন আলোচনা চলছিল, এবার রাজ্যগুলির পরিকাঠামো প্রকল্পে সরাসরি বিদেশি ঋণ নেওয়ার দরজা খুলে দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানানো দরকার।

কারণ রাজ্যগুলির পরিকাঠামো প্রকল্প অর্থাভাবে বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে আছে অনেক ক্ষেত্রে। অথচ সরাসরি বিদেশি ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকলে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হত অনেক আগেই। যাই হোক, এখন বিলম্বে হলেও, সেই সুযোগ এল। এবার অনেক রাজ্যে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে বলেই আশা। কিন্তু এটি কেবলমাত্র বড়মাপের পরিকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়।

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল রাজ্যই এ ধরনের ঋণ নিতে পারবে, ভাল কথা। কিন্তু যেসব রাজ্যের আর্থিক হাল স্বচ্ছল নয় তাদের কী হবে, তারা কেন সরাসরি এই ঋণ নিতে পারবে না? সে প্রশ্ন উঠবেই। কারণ বেশ কয়েকটা রাজ্যে মাঝারি মাপের পরিকাঠামোর প্রকল্প ঝুলে রয়েছে, সেইসব রাজ্যের কথাও ভাবা উচিত কেন্দ্রের। তবে উল্লেখের এই যে আগে রাজ্যস্তরের প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের হয়ে ঋণ নিত কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্য সরকার সরাসরি ঋণ নিতে পারত না। এখন তার অবসান ঘটবে বলেই আশা।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

[Exhibition ঠাকুরের চিড়িয়াখানা দর্শন কথা]

মণিলাল মল্লিক এগজিবিশন-এর গল্প করিতেছেন।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন—বড় সুন্দর মূর্তি—শুনে ঠাকুরের চক্ষে জল আসিয়াছে। সেই বাৎসল্যরদের প্রতিমা যশোদার কথা শুনিয়া ঠাকুরের উদ্দীপন হইয়াছে,----- তাই কাঁদিতেছেন।

মণিলাল—আপনার অসুখ,—তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আসতেন—গড়ের মাঠের প্রদর্শনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতির প্রতি)—আমি গেলে সব দেখতে পাব না। একটু কিছু দেখেই বেহুঁশ হয়ে যাবো—আর কিছু দেখা হবে না। চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছলো। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীয় উদ্দীপন হলো-----তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে!-----সিংহ দেখেই ফিলে এলাম! তাই যদু মল্লিকের মা একবার বলে, এগজিবিশন-এ এঁকে নিয়ে চল—আবার বলে, না!

মণি মল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ হইয়াছে। ঠাকুর তাঁহারই ভাবে কথাচ্ছলে, তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

[পূর্ব কথা—জয়নারায়ণ পণ্ডিত দর্শন—গৌরী পণ্ডিত]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জয় নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে দেখলাম বেশ ভাবটি। ছেলেগুলি বুট পরা; —নিজে বল্লে আমি কাশী যাবো। যা বল্লে তাই শেষে কল্লে। কাশীতে বাস—আর কাশীতেই দেহত্যাগ হলো।

''বয়স হলে সংসার থেকে ঐ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল। কি বল?''

মণিলাল—হাঁ, সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ------গৌরী স্ত্রীকে-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করতো। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটি রূপ।

(মণিলাল (সহাস্যে) নৌকা করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিলো। একজন পণ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খুব দিচ্ছিল। 'আমি নানা শাস্ত্র পড়েছি,------বেদ বেদান্ত—ষড়দর্শন।' একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—'বেদান্ত জান?' সে বল্লে, 'আজ্ঞা না। তুমি সাঙ্খ্য পাতাঞ্জল জান?'—'আজ্ঞা না।' দর্শন টর্শন কিছুই পড় নাই?—'আজ্ঞা না।'

'পণ্ডিত সগর্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়—নৌকা ডুবতে লাগলো। সেই লোকটি বল্লে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত বল্লেন; না'। সে বল্লে, 'আমি সাঙ্ঘ্য পাতঞ্জল জানি না। কিন্তু সাঁতার জানি।''

[ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—লক্ষ্য বেঁধা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে। ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। *(ক্রমশ)*

দিনপঞ্জিকা

৭ বৈশাখ, ভাঃ ২ বৈশাখ, **২১ এপ্রিল,** ৭ বহাগ, সংবৎ ১০ বৈশাখ বদি, ২৩ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৭।

শুক্রবার, দশমী রাত্রি ঘ ১২।২৩ মিঃ। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২৩ গতে ববকরণ।

জন্মে— মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১০।১২ গতে কুম্ভরাশি শুদ্রাবর্ণ মতান্তরে বৈশবর্ণ, রাত্রি ঘ ১০।৩৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**—দোষ নাই।

বারবেলাদি ঘ ৮।২৬ গতে ১১।৩৬ মধ্যে।

কালরাত্রি ঘ ৮।৪৭ গতে ১০।১১ মধ্যে।

যাত্রা- নাই, দিবা ঘ ৬।৫০ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৮।১৫ গত অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ রাত্রি ঘ ১০।৫০ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ১১।৫১ গতে মাত্র পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই।

শুভকর্ম- নাই। **বিবিধ**—একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

২০১৯ সালে বিরোধী দলগুলি কি পারবে নরেন্দ্র মোদীর মোকাবিলা করতে?

রাজনৈতিক বিরোধীদের একতাহীনতা বিজেপি'র মূলধন

কল্যাণী শংকর

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি'র মোকাবিলা করতে বিরোধীরা কি এক হতে পারবে? প্রশ্নটি অতি মূল্যবান। বহু কোটি টাকা মূল্যের। কারণ, বিষয়চি দাঁড়িয়েছে এমন যে, লড়াই হতে চলেছে মোদী বনাম বাকিরা। এমনবস্থায় বিরোধীদের মধ্যে একতাহীনতায় লাভ অবশ্যই বিজেপি'র।

বিরোধীরা বুঝেছে, এক মঞ্চে আসা প্রয়োজন। কারণ, এখনও পর্যন্ত বিজেপি কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতে সেভাবে সফল হতে পারেনি। সাম্প্রতিক পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি'র চমকপ্রদ ফলাফলে বিরোধীপক্ষ বস্তুত বিভ্রান্ত। দুই রাজ্যে তারা সরাসরি জিতেছে, আরও দুই রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে থেকেও সরকার গড়তে, পরেছে। দেশের ১৫টি রাজ্য তারাই শাসন করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিরোধী ঐক্য জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু, তা মোটেই সহজ নয়। কংগ্রেস বামেরা ছাড়া বাকিরা মূলত আঞ্চলিক দল। যাদের প্রত্যেকের মাথায় রয়েছেন একজন করে সর্বময় নেতা বা নেত্রী। যাঁদের ভাবমূর্তি যদিও নিজ রাজ্যের বাইরে বিশেষ কিছু নয়।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সম্প্রতি দিল্লিতে এক বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীপক্ষ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। শ্রোতা হিসাবে সেখানে উপস্থিত কংগ্রেসের সহসভাপতির রাহুল গান্ধিকে এই প্রসঙ্গে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করার কথা বলেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য গত ডিসেম্বরে নোটবন্দির পর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমন প্রচেষ্টা বাজেট অধিবেশনের সময়ও হয়েছে। রাহুল বামনেতা ডি রাজা এবং সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে কথা বলেছেন। সোনিয়া গান্ধি মেডিকেল পরীক্ষার শেষে দেশে ফিরে দলের মধ্যে বিজেপি'র বাড়বাড়ন্ত রোখা নিয়ে আলোচনা করছেন।

বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে ঝাঁপিয়েছেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নিয়ে। বসপা নেত্রী মায়াবতী, আপ নেতা কেজরিওয়াল ও অন্যান্যরা বিষয়টি নিয়ে লম্পঝম্প করছেন। এমনকী গত সপ্তাহে ১৩টি দল ইভিএম নিয়ে অভিযোগ জানাতে রাষ্ট্রপতির কাছেও গিয়েছিলেন। এই যন্ত্রের প্রতি তাদের অনাস্থার কথা জানিয়েছেন এমনকী তারা নির্বাচন কমিশনকেও জানিয়ে এসেছেন। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মন্তব্যটি করেছেন সম্ভবত মায়াবতি। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর তিনি গত সপ্তাহে লখনৌউতে বলেছেন, বিজেপি বিরোধী যেকোনও দলের হাত ধরতে তাদের আপত্তি নেই। বিশেষত ইভিএম বিরোধী লড়াইয়ে। বিজেপি বিরোধী জোট গঠনে যে বাণী বিশেষ উল্লেখণীয় বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, ইউপি ভোটের আগে কংগ্রেস সপাও বসপাকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা করেছিল। যেমনটি হয়েছিল বিহারে, কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে ঐতিহ্যময় শত্রুতা তা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি।

এসবই প্রাথমিক প্রচেষ্টা, পথ বাকি এখনও অনেক। আরও অনেক কিছু করার রয়েছে। প্রথমত, কে হবেন এমন জোটের মাথা? ২০০৪ সালে সোনিয়া গান্ধি অবিজেপি দলগুলিকে এক মঞ্চে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। সেইসূত্রে গঠিত হয়েছিল ইউপিএ সরকার।

কিন্তু, এখন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নেই। চাইছেন রাহুল দলের দায়িত্ব নিক। কিন্তু, কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য, রাহুলের সেই গ্রহণযোগ্যতা নেই। তার চেয়েও বড় কথা শরদ পাওয়ার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমার, ফারুক আবদুল্লা ও অন্যান্যরা রাহুলের নেতৃত্বে কাজ করতে রাজি হবেন না। তবে রাহুল সম্প্রতি শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। হতে পারে পাওয়ার মন্দের ভাল। যদি তিনি রাজি হন এবং অন্যান্য দলগুলি তাঁর নেতৃত্ব মানতে রাজি থাকেন। বাকি দুই নাম যথাক্রমে মমতা ও নীতীশ।

দ্বিতীয়ত, অঙ্কের দিক থেকে এমন জোট কার্যকর মনে হলেও রাসায়নিক দিক থেকে তা সমস্যাশঙ্কুল হতেপারে। কারণ, কংগ্রেস ও বামেরা ছাড়া বাকি দলগুলি নেহাতই আঞ্চলিক। যে দলগুলির মাথাদের ব্যক্তিগত উচ্চাশা আকাশছোঁয়া। তাছাড়া এমন জোট হবে আদর্শহীন কোনও সাধারণ কর্মসূচি ছাড়া। ফলত তা ফলপ্রসু হওয়া অত্যন্ত কঠিন, যদিও অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কী হবে এই জোটের কর্মসূচি? রণ পরিকল্পনা? এখনও পর্যন্ত তীব্র মোদী বিরোধিতা কোনও কাজে আসেনি। বরং মোদী আরও শক্তিশালী হয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির প্রশ্ন তোলাও ব্যর্থ হয়েছে। তার জেরে হিন্দু মেরুকরণের সুফল আরও বেশি করে বিজেপি'র দিকে গিয়েছে।

মোদীর হিন্দুত্ব এবং উন্নয়নের পাল্টা বিরোধীরা জনগণকে কি দিতে পারবেন। সেটাই স্পষ্ট করে বলতে হবে। চতুর্থ ক্ষেত্রটি যোগাযোগের।

যে জায়গার বিরোধীরা পিছিয়ে রয়েছে। বিজেপি যেখানে ভোটারের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক এগিয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় প্রথম পরীক্ষা রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। বিজেপি নিজের ক্ষমতায় দুই পদেই প্রার্থী দেওয়ার যোগ্যতা রাখে জেনেও বিরোধীরা কি কোনও একটি পদে প্রার্থী দিতে পারবে? এখনও পর্যন্ত রিরোধীদের দিক থেকে এই প্রসঙ্গে কোনও ভাবনাচিন্তায় উল্লেখ মেলেনি।

বিজেপি দিক ভুল করে, বহুধা বিভক্ত বিরোধীদের কাছে আশা ও আখাঙ্খার জায়গা এইএকটাই। তাদের মনে রাখতে হবে, ২০১৪ সালের ভোট হওয়ার আগে একমাত্র ঝাড়খণ্ড ছাড়া বিজেপির ভোটপ্রাপ্তি বিরোধীদের তুলনায় ছিল সামান্যই বেশি। দ্বিতীয়ত, দেশের উত্তরাংশে বিজেপি চূড়ান্ত সাফল্যের স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু, এও মনে রাখতে হবে, রাজনীতিতে এক সপ্তাহ অনেকটা সময়। সেখানে বিরোধীরা টানা দু'বছর এককাট্টা থাকতে পারবে?

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

মহিলাদের ক্ষমতায়ন: সক্রিয় সরকার

লীনা নায়ার

পূর্বপ্রকাশিতের পর....

> *সর্বশিক্ষা অভিযানের সুবাদে, মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। চোদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়সি সব ছেলেমেয়ের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও তার মানের উন্নতি করতে, ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। মেয়ে পড়ুয়াদের জন্য উড়ান নামে এক বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। ইনজিনিয়ারিং-এ মেয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানো এবং সবার জন্য বিনা খরচে অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শেখানো ও পড়ায় উৎসাহ জোগানো এর উদ্দেশ্য।*

সর্বশিক্ষা অভিযানের আর একটি উদ্যোগ বিদ্যাঞ্জলি (স্কুল স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি)। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সমাজ ও বেসরকারি ক্ষেত্রকে আরও বেশি যুক্ত করা এর উদ্দেশ্য। স্কুলের কাজকর্মে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নেবার কথা ভেবেই এই পরিকল্পনা।

সর্ব শিক্ষা অভিযানের সুবাদে, মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। চোদ্দ থেকে আঠরো বছর বয়সি সব ছেলেমেয়ের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও তার মানের উন্নতি করতে, ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। মেয়ে পড়ুয়াদের জন্য উড়ান নামে এক বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। ইনজিনিয়ারিং-এ মেয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানো এবং সবার জন্য বিনা খরচে অনলাইন ব্যবস্থায় মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শেখানো ও পড়ায় উৎসাহ জোগানো এর উদ্দেশ্য। উড়ান প্রকল্পে ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা আছে। এসব প্রচেষ্টার সুফলও মিলেছে বৈকি। ২০১১-এর ৬৫.৩৮ শতাংশ থেকে ২০১১-তে নারী সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪.০৪ শতাংশ।

উচ্চতর শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য রূপায়িক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান। উচ্চতর শিক্ষায় ছাত্রদের ঋণ দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী কার্যক্রমের আওতায় সরকার চালু করেছে বিদ্যালক্ষ্মী নামে ওয়েব-ভিত্তিক এক পোর্টালও (www.vidyalakshmi.co.in)। তথ্য পাওয়া এবং ব্যাঙ্ক ও সরকারের কাছে শিক্ষা ঋণের জন্য আবেদন জানাতে ছাত্রদের এক জানলা সুবিধার ব্যবস্থা করতে এ ধরনের পোর্টল এই প্রথম।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে। উচ্চশিক্ষাতেও তাদের কৃতিত্ব তারিফ করার মতো। নারী-পুরুষ পক্ষপাত কিন্তু এখনও মুছে ফেলা যায়নি। যুবাদের লিঙ্গসাম্য সম্পর্কে সংবেদনশীল ও মেয়েদের অধিকার ও মূল্য সম্পর্কে ইতিবাচক সামাজিক রীতিনীতির চলন বাড়াতে কলেজে কলেজে লিঙ্গ প্রবক্তা (জেন্ডার চ্যাম্পিয়নস) নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি ও নীতিনির্দেশিকা পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি অয়োগ।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

সবাইকে অংশীদার করে সমাজ গঠন ও উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ সমতা এবং মেয়েদের প্রতি বৈষম্য ও হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের জাতীয় প্রয়াসের অবিচ্ছেদন্য অঙ্গ। মেয়েদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের হিংসা গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে সরকার বদ্ধপরিকর। এজন্য তৈরি করেছে প্রযোজনীয় আইনও। ভুক্তভোগী মহিলাদের সহায়তা এবং তাদের সুরক্ষার জন্য পুলিশ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে সুদক্ষ করে তোলার উপর সরকার খুব গুরত্ব দিয়েছে। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার মেয়েদের বক্তব্য শোনা ও তাঁদের ন্যায়বিচার পাওয়া সুনিশ্চিত করতে সরকার সবরকমভাবে সচেষ্ট।

কাজকর্ম, জীবনযাপন ও তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের জন্য নিরাপদ আবহের ব্যবস্থা করতে সম্প্রতি তৈরি কয়েকটি আইনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। ধর্ষণের মতো অপরাধে আরও কড়া সাজা ও যৌন হামলা এবং লাঞ্ছনার সংজ্ঞার পরিসর আরও বাড়িয়ে তৈরি হয়েছে ফৌজদারি বিধি (সংশোধন), আইন ২০১৩। অ্যাসিড হামলা, যৌন হয়রানি, মহিলাদের গোপনীয়তায় আড়িপাতা ও অসদুদ্দেশ্যে তাদের পিছু নেওয়া, কোনও মহিলাকে বিবস্ত্র করার মতো নতুন ধরনের অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ঢোকানো হয়েছে। হিংসার শিকার মহিলার দ্রুত ত্রাণের জন্য সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের আরও দায়িত্ববোধের সংস্থানও আছে এ আইনে। এদের মধ্যে পড়েন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও। কর্মস্থানে মেয়েদের যৌন হেনস্থা রোধ, নিষেধ ও প্রতিবিধান) আইন, ২০১৩-এর লক্ষ্য কাজের জায়গায় মহিলাদের জন্য এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশের ব্যবস্থা। এছাড়া, প্রচলিত আইনগুলিতে আছেই।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

সীমার মাঝে অসীম তুমি

যে সীমাটুকু রয়েছে। সেই সীমার মধ্যেই তুমি অসীম হয়ে রয়েছ তুমি। তোমার মধ্যেই যে আমাকে দেখতে পেয়েছি। তাইতো তুমি আমার যেমন প্রাণসখা, আমিও ঠিক তেমনই, তোমার ভালবাসা। এতে আমরা অপরের পরিপূরক হিসাবেই এসেছি তাই পৃথিবীতে। যতদিন এই পৃথিবীর ভালবাসা থাকবে। ততদিনই তোমার আর আমার ভালবাসাটাও একইভাবে থেকে যাবে। এই কথাগুলো বোধ হয় ৮ মার্চ এই দিনটার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ৮ মার্চ হলো আর্ন্তজাতিক নারীদিবস নারী দিবস। তাই ৮ মার্চ এইদিনটার কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। এই আমাদের সমাজে একটা কথার প্রচলন ছিল। নারীমানেই অবহেলার পাত্রী। যা আজ একেবারেই ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন আজকের নারীরা। আজ সর্বত্রই নারীরা সমগ্র দুনিয়াটাকে জয় করে নিতে পেরেছে। এটাই সব থেকে বড় প্রাপ্তি বলা যায়। একটা দাড়িপাল্লয় যদি মাপ কাঠিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে দাড়িপাল্লার কাটা সমানভাবে জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যাবে। কারণ এই জগৎ সংসারটাই চলছে, একজন পুরুষ ও একজন নারীর যৌথ মিলনের মাধ্যমেই। আর যৌথ মিলনের ফলস্বরূপ একটা সমাজ গড়ে উঠছে। আকাশ একটাই যেখানে প্রভাতে সূর্যদেবের আগমন হয়। আবার সন্ধ্যায় চন্দ্রদেবের আগমন হয়। একজন দিনের আলোয় ভরিয়ে তোলে। অপরজন রাতের অন্ধকারে আলো দিয়ে জগতটাকে অন্ধকার দূরীকরণ করে। এখানে সূর্যদেবের পরিপূরক হল চন্দ্রদেব। আবার চন্দ্রদেবের পরিপূরক হলো সূর্যদেব এই সংসারটা ও ঠিক এইভাবেই এগিয়ে চলেছে। একজন পুরুষের পরিপূরক হলো একজন নারীর। আবার একজন নারী পরিপূরক হলো পুরুষ। আন্তর্জাতিক দিবসে আমরা যেন এই কথাগুলোই মনে রাখতে পারি। একজন নারী প্রথমে কন্যা, দ্বিতীয়ত জায়া তৃতীয় তেমা অর্থাৎ তিনটে রূপে আসে। আর এই তিনটে রূপেই তারা কিন্তু সর্বদা সার্থক হয়। একজন কন্যা প্রথমে শিক্ষার জগতে এসে বড় হয় এরপর ঘরণী বা জায়া হয়ে প্রবেশ করে একজন পুরুষের সঙ্গে। তার পর-মা হয়ে একটা পরিবারকে যৌথভাবে পরিচালনার করার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ঠিক এমন একটা অবস্থায় আমাদেরও নারীদের সম্মান জানানো অবশ্যই প্রয়োজন থেকে যায়। তবেই ৮ মার্চ এই তারিখটায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসটা সার্থক হতে পারবে। তাই বিশ্ব কবি লিখেছিলেন-----সীমার মাঝে, অসীম তুমি/ বাজাও আপন সুর/ আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ/ তাই এত মধুর/ কতবর্ণে কত গন্ধে/কত গানে কত ছন্দে/ অরূপ, তোমার রূপের লীলায়/জাগো হৃদয়পুর/ আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান

লিপি

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়